দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...26 JUN 1993 .
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

০১

জরিপের কাজে শিক্ষক ব্যস্ত থাকেন তাই-

পঞ্চগড় সংবাদদাতা॥ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে জরিপ কাজে শিক্ষকদের নিয়োজিত করায় জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা ব্যাহত হইতেছে।

এ ব্যাপারে অভিভাবকগণের অভিযোগ, বর্তমান সরকারের নির্দেশ অনুসারে বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রাম পর্যায়ে বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যা, শিক্ষা গ্রহণে অনীহার কারণ অনুসন্ধান এবং অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্বসহ বিভিন্ন ছকে আরো নানাবিধ তথ্য সংগ্রহে প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োজিত করা হইয়াছে। ইহাতে জরিপ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির সংগত কারণ থাকিলেও বাকী শিক্ষকদের অনেকে একই অজুহাতে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর দিয়া তাঁহাদের অজ্ঞাত জরিপ কাজে বাহির হইয়া পড়েন। ফলে দেখা যায়, প্রায় বিদ্যালয়ই বর্তমানে শিক্ষকবিহীন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হইলে জবাব আসে জরিপ কাজে তাহারা অনুপস্থিত।

এদিকে '৯৩ সালের ৬ মাস অতিবাহিত হইবার পথে, অথচ ছাত্র-ছাত্রীদের এখনও শতকরা ১০ ভাগ পড়াশুনা হয় নাই। বরং বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক না থাকায় শিশুরা বিপথগামী হইতেছে। উল্লেখ্য, জরিপ কাজ গত ডিসেম্বর মাসে সমাপ্ত হইবার কথা থাকিলেও অদ্যাবধি উহা চলিতেছে।